সাল ২০২২: অপরাধের ক্ষেত্রে যা ঘটতে পারে

ড. খুরশিদ আলম*

২০২২ সালে বাংলাদেশে যে সব অপরাধ ঘটতে পারে তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল। এটি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত নয় বরং সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর জন্য প্রধানত সামাজিক টানা-পোড়ন, দ্বন্দ্ব এবং অস্থিরতার মতো তিনটি প্রধান নির্ণায়ক বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। সাথে সাথে কভিডের প্রভাবও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশের অপরাধ জগতের ওপর আর্ন্তজাতিক ঘটনা প্রবাহের প্রভাবও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের সম্ভাব্য অপরাধের বিষয়গুলোও বিবেচনায় আনা হয়েছে। ২০২২ সালে যে সব অপরাধ হতে পারে তন্মধ্যে রয়েছে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, গুম, সন্ত্রাস, দাঙ্গা, জঙ্গীবাদ, লুটতরাজ, দস্যুতা ও চাঁদাবাজি, নারী এবং শিশু নির্যাতন, মানব-পাচার, আত্মহত্যা, দুর্নীতি ও অর্থপাচার, চোরাচালান ও মাদক পাচার, চুরি ও চিনতাই, সাইবার অপরাধ, উৎসব কেন্দ্রীক অপরাধ, ব্যাংক লোপাট, খেলাপীঋণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রভৃতি।

হত্যা: বিগত বছরের ন্যায় এই বছরটিতে হত্যার হার থাকবে স্বাভাবিক। গত বছরের তুলনায় তা অতি সামান্য হ্রাস পেতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বের কারণে হত্যা স্বাভাবিক থাকলেও রাজনৈতিক টানা-পোড়ন কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে দু-একটি অপরাধ ওয়েভ হতে পারে। জঙ্গী আক্রমনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। হটস্পট কেন্দ্রিক কিছুটা সংঘাত ও টানা-পোড়নের কারণে দু'একটি ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও আক্রান্ত হতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক কারণে প্রতিযোগী পক্ষের লোকেরা আক্রান্ত হতে পারেন। তবে দেশব্যাপী বড় ধরনের সহিসংতা ঘটার সম্ভাবনা কম। সারা বছর কোনো না কোনো সামাজিক অস্থিরতা চলতে পারে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমন হতে পারে। এ বছরও সরকারি দলের লোকেরা বেশি সহিংসতার শিকার হতে পারেন। সরকারি দলের মধ্যে টানাপোড়ন বাড়তে পারে এবং তা থেকে হত্যার মতো কিছু অপরাধ ঘটতে পারে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও নারী এবং শিশু হত্যা অব্যাহত থাকবে এবং তা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক পর্যায়ে টানা-পোড়ন ও মাদকের কারণে সহিংসতা বাড়তে পারে।

ধর্ষণ: এ বছরটিতে ধর্ষণ সামান্য কমতে পারে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে তা ঘটতে পারে। ফলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ধর্ষণ কমতে পারে। ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা এবং সংঘবদ্ধ ধর্ষণ কিছুটা কমতে পারে। অপহরণ ও গুমের ঝুঁকি তেমন বাড়বে না। বিদেশেও বাংলাদেশের কর্মীরা এ ধরনের সমস্যায় কিছুটা ভুগতে পারে।

ক্রস-ফায়ার: ক্রস-ফায়ার এ বছর কমতে পারে। সম্প্রতি মার্কিনীদের দেয়া কিছু ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা কিছুটা হলেও ক্রসফায়ারের মতো ঘটনা কমাতে পারে। আইনশৃঙ্গলা বাহিনী আরো কিছুটা সতর্ক হয়ে এগুতে পারে। তবে বিভিন্ন কারণে কিছু অপরাধীর প্রতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চরম ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

জঙ্গীবাদী তৎপরতা: জঙ্গীবাদীরা কোনঠাসা হলেও একেবারে নির্মূল হয়নি। বর্তমান বছরটিতে জঙ্গীবাদী তৎপরতা সীমিতভাবে অব্যাহত থাকবে বিশেষ করে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। সারা বছর তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার অব্যাহত থাকবে। দু'একটি আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

সন্ত্রাস ও দাঙ্গা: সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস অব্যাহত থাকবে তবে তা বিভিন্ন পকেট এলাকায় বেশি হতে পারে। দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা থাকবে, তবে তা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। গ্রামে গ্রামে বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তা হতে পারে। কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর সাথে সংঘাতের বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটতে পারে বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের সাথে স্থানীয় জনগণের সংঘাত এবং টানা-পোড়ন অব্যাহত থাকতে পারে। পাহাড়ি এলাকায় সন্ত্রাস কিছুটা বাড়তে পারে। কিশোর গ্যাং-এর অপরাধ কিছুটা কমতে পারে। এ বিষয়ে আগের চেয়ে নজরদারী বৃদ্ধি করা হয়েছে।

লুটতরাজ, দস্যুতা ও চাঁদাবাজি: লুটতরাজ, দস্যুতা (জল, বন, চর ও হাওড়) ও চাঁদাবাজি বাড়বেনা। তবে যে সব চাঁদাবাজি সারা বছর চলে তা অব্যাহত থাকবে। নারী এবং শিশু নির্যাতন: এ বছরটিতে নারী ও শিশু নির্যাতন তেমন কমার সম্ভাবনা থাকবেনা বরং কোভিড়ের কারণে নারী এবং শিশু নির্যাতন কিছুটা বাড়তে পারে। কোভিডের কারণে টানা-পোড়ন বৃদ্ধির ফলে তা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। মানব পাচার: নারী-পুরুষ এবং শিশু পাচার অব্যাহত থাকবে। রোহিঙ্গা নারী ও শিশুপাচারের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আত্মহত্যা: সমাজে টানা-পোড়ন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে ব্যর্থতা, চাকুরি লাভে অসফলতা, প্রেমে ব্যর্থতা, নারীর প্রতারিত হওয়া ইত্যাদির কারণে তা বাড়তে পারে। দুর্নীতি, অর্থ-আত্মসাৎ ও অর্থপাচার: এয়ারপোর্ট, পাসপোর্ট, বিআরটিএসহ বিভিন্ন স্থানে কিছুটা কমবে। বর্তমান বছরটিতে দুর্নীতি অতি সামান্য কমতে পারে। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যেও সরকারি টাকা আত্মসাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকবে, তবে তা অতি সামান্য কমতে পারে। অর্থপাচার অব্যাহত থাকবে, তবে তা সামান্য কমতে পারে। দুর্নীতিবাজদের শতকরা হার সামান্য কমলেও দুর্নীতির পরিমাণ বাড়তে পারে। চোরাচালান ও মাদক পাচার: বর্তমান বছরটিতে স্বর্ণ চোরাচালান ও মাদক পাচার অতি সামান্য কমতে পারে। তবে নতুন নতুন মাদক দেশে ঢুকতে থাকবে।

চুরি ও ছিনতাই: চুরি বর্তমান বছরটিতে কিছুটা কমবে বিশেষ করে যেসব স্থান সিসি ক্যামরার আওতায় আনা হয়েছে সেখানে বেশ কিছু কমবে। আর ছিনতাই অব্যাহত থাকবে, সাময়িকভাবে কিছু কিছু জায়গায় কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে সারা বছর তা ওঠা-নামা করবে।

সাইবার অপরাধ: এ বছর সাইবার অপরাধ তেমন কমবেনা, তবে অপরাধ ঘটার ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ও ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। ডিজিটাল মার্কেটিং-এর মাধ্যমে তা অব্যাহত থাকবে। উৎসব কেন্দ্রীক অপরাধ: বাংলা নববর্ষ, ইংরেজী নববর্ষ, রমজান, ঈদ, দূর্গাপূজা, ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজী, ছিনতাই, অজ্ঞান করা, অপহরণ, ধর্ষণ, জালনোট ব্যবহার, সাইবার প্রতারণা, বিভিন্ন পরিচয়ে প্রতারণা ইত্যাদি অপরাধ সীমিত থাকতে পারে। বছরের শেষ দিকে কোভিড-১৯ এর আক্রমনের পরিমাণ কমার সাথে সাথে এসব অপরাধ আবার কিছুটা বাড়তে পারে। ভেক্সিন নিয়ে অপরাধ: এটি নিয়ে তেমন বড় রকমের কোনো রকমের অপরাধ হবেনা, তবে কিছু কিছু প্রতারণার চেষ্টা অব্যাহত থাকতে পারে।

খেলাপী ঋণ: বিভিন্ন ধরনের অর্থ আত্মসাৎ প্রক্রিয়া ও ঋণ খেলাপির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা ফেরৎ না দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতার ঘাটতি তেমন থাকবেনা। ক্ষমতার অপব্যবহার: চলতি বছরে এর প্রবণতা কিছুটা কমতে পারে। নিয়োগ বাণিজ্যও বৃদ্ধি পেতে পারে। ঠিকাদারী কেন্দ্রিক দুর্নীতি কিছুটা কমতে পারে। মনোনয়ন বাণিজ্য: স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সামান্য মনোনয়ন ও সমর্থন বাণিজ্য হতে পারে।

পরিবেশগত অপরাধ: পরিবেশগত অপরাধের মধ্য দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। অবৈধভাবে গাছ কাটার মাধ্যমে বনের ধ্বংস সাধন এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বছরটিতে বনের সংরক্ষিত এলাকার জবর দখল অব্যাহত থাকবে। দেশের খরস্রোতা নদ-নদীগুলো এখন দখল-দূষণে বিপন্ন। বেশির ভাগ নদ-নদীর অবৈধ দখল ও দূষণ অব্যাহত থাকবে। নদ-নদীগুলো দখল করে শহর অঞ্চলে স্হাপনা নির্মাণ অব্যাহত থাকবে। ইটভাটাগুলোতে অবাধে জ্বালানি কাঠ পোড়ানো এবং গাছপালা উজাড় করা অব্যাহত থাকবে। অবৈধভাবে ইটভাটায় ব্যবহার করা আবাদি জমির উপরিভাগ, নদীর তীর এবং পাহাড়ের মাটি ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। আবার অবৈধ ইট ভাটার পরিমানও এই বছর বাড়তে পারে। সরকার প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগ নেয়ার ফলে তার ব্যবহার কিছুটা কমবে। ক্রমবর্ধমান জীবিকার চাহিদার কারণে প্রকৃতি বিধ্বংসী কর্মকান্ডের ফলে দেশে হাতি, বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস অব্যাহত থাকবে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তৈরি হচ্ছে নেতিবাচক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, যা পরিবেশের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করবে।

==========

*চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ (বিআইএসআর) ট্রাস্ট। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানী; বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও উন্নয়ন মডেল প্রণেতা; জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও নীতিমালা প্রস্তুতকারী।